দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

AUG 19 2002

সরকারী এমপির মনোনীত ব্যক্তিরাও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয় সংসদ সদস্য এমনকি তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে পরিচালনার সরকারী ঘোষণায় দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষক সংগঠন নেতৃবৃন্দ এখন ক্ষুব্ধ, হারপরনাই বিস্মিত। দেশজুড়ে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বিষয়টি নিয়ে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। এতদিন কেবল দলীয় কমিটির সভাপতি হতে পারতেন, এখন দলীয় সংসদ সদস্যরা মনোনীত প্রতিনিধিও সভাপতি বা চেয়ারম্যান হতে পারবেন। এর ফলে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে বিএনপি বা অঙ্গসংগঠনের প্রভাবশালী নেতারা গবর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন। স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সরিয়ে দিয়ে প্রশিক্ষিত, অপ্রশিক্ষিত এমনকি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিরা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পদটি দখল করবে।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতিক এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন সরকারপন্থী, সরকারবিরোধী এবং দলনিরপেক্ষসহ সর্বস্তরের শিক্ষকনেতারা। বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিরোধ থাকলেও এই একটি ইস্যুতে সকল শিক্ষক সংগঠন এক ও অভিন্ন বক্তব্য রাখছে। সরকারপন্থী হিসাবে পরিচিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট সর্বপ্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রজ্ঞাপনের বিরোধিতা করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতিমুক্ত রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়ন না করে এবং এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে দলীয়করণের বীজ বপন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছে।

ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী শিক্ষক-কর্মচারী প্রয়াসের এম শহীদুল ইসলাম বলেন, সংসদ সদস্য সবাই খারাপ নন। এমন অনেক সংসদ সদস্য আছেন যাঁদের অনুরোধ করেও সভাপতি করা যায় না। আবার অনেকে জোরজবরদস্তি করে সভাপতি হবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবার ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক পাস হওয়া উচিত। এম শহীদুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক প্রজ্ঞাপনের সমালোচনা করে বলেন, সংসদ সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন বলে দাবি করা প্রজ্ঞাপন শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ নিয়ে এই কাজটি করা উচিত।

এদিকে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি

(৭ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ

সরকারী এমপির মনোনীত

(৮-এর পৃষ্ঠার পর)

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক এক বিবৃতিতে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি না করার যে আহ্বান জানিয়েছেন আমরা তা সমর্থন করি। কিন্তু সরকারদলীয় বা বিরোধী এমপি এমনকি তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সরকারী ঘোষণা কার্যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী বৃত্তির অনুষ্ঠানে কেবল বিএনপি বা জোট সরকারের সমর্থক শিক্ষকদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। নির্দলীয় বা অন্য শিক্ষকদের সেখানে ঠাঁই হয়নি। বিবৃতিতে তাঁরা আরও বলেন, বিগত সরকারের আমলে ধানমণ্ডি-মোহাম্মদপুর এলাকার সংসদ সদস্যকে কলেজ গবর্নিং বডির সভাপতি করার মধ্য দিয়ে এবং ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপনের মতো একাডেমিক কর্মকাণ্ডেও অধ্যক্ষের পাশাপাশি পত্রিকায় তাঁর নাম দেয়া শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ করার যে বীজ মোহাম্মদপুর এলাকার একটি কলেজের অধ্যক্ষ নিজ স্বার্থে বপন করেছিলেন আজ তা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, বেসরকারী স্কুল-কলেজ পরিচালনায় ঢালাওভাবে দলীয় সংসদ সদস্য এমনকি তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার সরকারী আদেশ কার্যত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যেটুকু আছে তা অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর এমএ বারী বলেন, সরকার একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয় রাজনীতিমুক্ত রাখার কথা বলছে, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোকদের বসানোর সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে। তিনি এই স্ববিরোধিতা দূর করার আহ্বান জানান।